DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Sep 2026, 12:07 PM

ধর্ম

অপচয়কারীদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা

প্রতিবেদক: ধর্ম ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM

সংগৃহীত ছবি

মহান আল্লাহ আমাদের অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে খাদ্য অন্যতম। খাদ্য মানুষের জীবনধারণের ভিত্তি, শরীরের পুষ্টির উপায় এবং শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস। তাই আল্লাহর দেওয়া এই মূল্যবান নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব, মানুষ যেন তার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করে। আমিই প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি। তারপর ভূমিকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, তাজা ঘাস, জলপাই, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফলমূল ও ঘাসতোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর উপকারের জন্য।
(সুরা : আবাসা, আয়াত : ২৪-৩২)

খাদ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই যিনি আমাদের এসব নিয়ামত দান করেছেন, সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। একই সঙ্গে খাদ্যের সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধ করাও জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।
(সুরা : আল-আরাফ, আয়াত : ৩১)

ইসলাম খাদ্যের সামান্য অংশও অবহেলা করতে নিষেধ করেছে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) পথে একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখে বলেন, যদি আমার আশঙ্কা না হতো যে এটি সদকার খেজুর, তাহলে আমি এটি খেয়ে নিতাম।
(বুখারি ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) খাবারের প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি খাবার গ্রহণের পর আঙুল চেটে নিতেন এবং পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা জানো না, তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত রয়েছে।
(তিরমিজি, হাদিস : ১৮০৩)

অপচয় ও অপব্যয় মানুষের চরিত্র নষ্ট করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।
(সুরা : আল-ইসরা, আয়াত : ২৬-২৭)

অন্যদিকে আল্লাহর নিয়ামতের সম্মান করা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দেব।
(সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৭)

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর দেওয়া খাদ্য ও সম্পদের মূল্য বোঝা, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা, অবশিষ্ট খাবার সংরক্ষণ করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া। কোনোভাবেই খাদ্য অপচয়, অপব্যয় ও লোকদেখানো থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি নিয়ামতই আমানত, আর এই আমানতের যথাযথ হেফাজত করা আমাদের দায়িত্ব।

এ বিভাগের আরও খবর

বাংলা ভাষায় সুফি তাফসিরের একাডেমিক পরিসর বিস্তারের আহ্বান
বাংলা ভাষায় কুরআনের সুফি তাফসিরচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খাজা ওসমান ফারু...

অমুসলিম ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের পালিয়ে বিয়ে: ইসলাম কী বলে?

বর্তমান সময়ে প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক বিরোধ এবং সামাজিক নানা বাস্তবতার কারণে তরুণ-তরুণীদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা কম নয়। তবে যখন একটি...

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামে জশনে জুলুস শুরু

চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ৫৫তম ঐতিহাসিক জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি, মানবতা ও অহিংসার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ জুলুস...

জুমার নামাজের ইতিহাস, কখন থেকে শুরু হয় এই রীতি

ইসলামে সপ্তাহের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন শুক্রবার বা 'ইয়াওমুল জুমআ'। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য জুমার দিনটি সাপ্তাহিক উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/religion/opchykarider-jnj-kthor-strkbarta